# কমরেড দিলীপ বাগচী স্মরণে

## সন্তোষ রাণা

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের পর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে বেশ কিছু ছাত্র কৃষক আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বিপ্লবী ধারায় ছাত্র আন্দোলনকে গড়ে তোলার প্রয়াস করেছিলেন। এই বিপ্লবী ছাত্রদের মধ্যে কমরেড দিলীপ বাগচী, কমরেড কিসান চ্যাটার্জী এবং কমরেড পবিত্রপাণি সাহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

এদের মধ্যে কমরেড কিসান চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৮ সালের মে মাসে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে। তিনি তখন পি ডি অ্যাক্টে আটক হয়ে মেদিনীপুর জেলে ছিলেন। পুলিশ গোপীবল্লভপুর থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে নিয়ে আসে। কমরেড কিসান জেল গেটেই আমাকে স্বাগত জানান। তাঁর কাছ থেকে আমি কমরেড দিলীপ বাগচীর কথা শুনি। তিনি সেই সময় দমদম সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন।

মাসখানেক বাদে আমাকেও দমদম সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয় এবং তিন নম্বর সেলে পাঠানো হয়। তিন নম্বর সেলে নকশালপন্থী হিসেবে চিহ্নিত অনেক বন্দী ছিলেন। ছিলেন আমার পূর্ব-পরিচিত সব্যসাচী চক্রবর্তী, আজিজুল হক, অসিত সিন্‌হা প্রমুখ। এখানেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল দিলীপদার (দিলীপ বাগচী) এবং পবিত্রপাণি সাহার সঙ্গে।

দিলীপদা সুগায়ক ছিলেন। সঙ্গীত চর্চা তিনি অনেক দিন ধরেই করছিলেন। বিপ্লবী রাজনীতি শুরু করার পর তা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। দিলীপদা ছাড়াও দমদম জেলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। তিনিও সুগায়ক ছিলেন। ঐ দুজন সঙ্গীতশিল্পী ওয়ার্ডে থাকার ফলে আমরা যারা গান জানতাম না তারাও সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কিছু কিছু গান শিখে নিয়েছিলাম। গান বাজনা থাকার ফলে জেলজীবনে একঘেয়েমি অনেকটা দূর হত।

দিলীপদার ব্যবহার ছিল খুবই আন্তরিক এবং সকলের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমাকে দেখে বুঝেছিলেন যে আমি মার্কসবাদী রাজনীতিতে নতুন এসেছি এবং পার্টি জীবন সম্পর্কে বিশেষ ধ্যানধারণা নেই। তিনি নিজে ছিলেন নদীয়া জেলার মানুষ এবং নদীয়া জেলার বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে নদীয়া জেলার বামপন্থী আন্দোলন



সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

এবং সি পি আই (এম)-এর মধ্যে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছিলাম।

দমদম জেলে আমি ছিলাম ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত। দিলীপদা এবং আরো অনেকে ইতিমধ্যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছিলেন। আমি জেল থেকে যখন বেরোই তখন সি পি আই (এম-এল) গঠনের কথাবার্তা প্রায় পাকা। আমি জেলে সেটা শুনেছিলাম এবং এই পার্টিতে যোগ দিতে হবে এই রকম ভেবেছিলাম। তখন গোপীবল্লভপুর এলাকায় আমার সঙ্গে যে কমরেডরা কাজ করতেন তাঁদের নেতা ছিলেন অসীম চ্যাটার্জী। তিনিও বিহারের কমরেড সত্যনারায়ণ সিং-এর সঙ্গে কথা বলে অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিলেন। আমি জেল থেকে বেরোনোর পর অসীম আমাকে ঐ সিদ্ধান্তের কথা জানান এবং আমরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে সি পি আই (এম-এল)-এ যোগ দিই। আনুষ্ঠানিক ভাবে কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরী ঐ কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম শুরু করার কথা বলেন। সে সংগ্রাম শুরু হয় এবং জনগণের বিপ্লবী স্বতঃস্ফূর্ততা গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়।

এই পর্যায়ে দিলীপদা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে সি পি আই (এম-এল) ছেড়েছিলেন বলে আমি শুনেছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। ১৯৭২ সালে আমি আবার গ্রেপ্তার হই এবং মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকা অবস্থায় ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। নির্বাচনে জেতার পর আমি জেল থেকে ছাড়া পাই।

ইতিমধ্যে দিলীপদা মেদিনীপুরের সাঁকরাইল থানার লাউদোহা গ্রামের হাইস্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। এই অঞ্চল আমার বিধানসভা কেন্দ্র গোপীবল্লভপুরের মধ্যে পড়ে। আমি জেল থেকে বেরোনোর পর বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি জনসভা করি। লাউদোহা গ্রামেও জনসভা করি। সেখানে দিলীপদার সঙ্গে আবার দেখা হয়। সেই সময়ে জনসভাগুলিতে ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, বর্গা-রেকর্ড এবং খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার দাবিতে প্রচার চালানো হচ্ছিল এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছিল। দিলীপদাও ঐ স্কুলের অপর এক শিক্ষক অশোক নন্দের সহযোগিতায় লাউদোহা অঞ্চলে একটি কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং মজুরি ও জমি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সি পি (এম) পার্টিও একই দাবিতে আন্দোলন



সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

করছিল । কিন্তু তাদের চেষ্টা ছিল অপর কোন বামপন্থী শক্তি যেন সংগঠন গড়তে না পারে । তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও দিলীপ বাগচী লাউদোহা অঞ্চলে বিশেষতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত সাতকুলি ও নেহড় প্রভৃতি গ্রামে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন । ইতিমধ্যে আমরা রাজ্যব্যাপী কৃষক মুক্তি সমিতি গড়ে তুলেছিলাম। লাউদোহা অঞ্চলে আমরা দিলীপদাদের গড়ে তোলা কৃষক সংগঠনের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলাম । ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটে লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি আই (এম) জেতে কিন্তু আমাদের একজন প্রার্থী পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হয় ।

এরপর সি পি আই (এম) আরো বেশি চাপ বাড়াতে থাকে । এই অবস্থায় লাউদোহা অঞ্চলের সংগঠন আর এস পি-তে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । তাদের মনে হয়েছিল যে বামফ্রন্ট সরকারের শরিক কোন দলের মধ্যে না থাকলে সি পি আই (এম)-এর চাপের মুখে সংগঠন ধরে রাখা যাবে না ।

শেষ পর্যন্ত দিলীপদা লাউদোহার থেকে নদীয়া জেলার কোন স্কুলে বদলি হয়ে এসেছিলেন । এই পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না । কৃষ্ণনগরে দু'একবার দেখা হয়েছিল ।

লাউদোহা অঞ্চলের মানুষ দিলীপদাকে এখনো মনে রেখেছে । গরীব মানুষদের সঙ্গে বিশেষতঃ আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর সুগভীর বন্ধুত্ব ছিল । এটা একটা মস্ত বড় গুণ । প্রকৃতপক্ষে, মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল আন্তরিক । আমার রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে দমদম জেলে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়ে আমি অনেক দিক থেকে উপকৃত হয়েছিলাম । তাঁর কথা আমার বরাবর মনে থাকবে ।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।